১৪-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তোমাদের এই দুনিয়াকে সুখ-শান্তি পবিত্রতা দ্বারা সম্পন্ন করার জন্যে নিজের তন-মন-ধন সফল করতে হবে"

প্রশ্নঃ- মায়াকে পরাজিত করতে বাচ্চারা তোমাদের কাছে কোন্ অস্ত্রটি আছে ? সেই অস্ত্রটি ব্যবহার করার বিধি কি ?

উত্তর :- মায়াকে হারাতে তোমাদের কাছে "স্ব-দর্শন চক্র" আছে। এই চক্রটি কোনো স্থূল চক্র নয় কিন্তু মন দ্বারা মন্মনাভব হয়ে যাও। আমরা সে-ই , সেই আমরা এই মন্ত্রটি স্মরণ করো, অতএব এই বিধি দ্বারা মায়ার গলা কেটে যাবে ফলে তোমরা মায়াজিত রূপে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে ।

গান: এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো .....

ওম্ শান্তি। তোমরা ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণরাই জানো যে এই হল কলিযুগী পাপময় দুনিয়া এবং সত্যযুগ হল অবশ্যই পুণ্যের দুনিয়া। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - যে মানুষ পুণ্যাত্মা হয় তাদের ভালো জন্ম প্রাপ্ত হয়। পাপ আত্মাদের খারাপ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এবারে এইটি হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। শান্তিধামকে পরমধাম বলা হয়। এই হল দুঃখধাম। ভারত সত্যযুগে সুখধাম ছিল। এখন আমাদের শান্তিধাম যেতে হবে, তারপরে সুখধামে আসতে হবে। সুখধামে পবিত্রতা, সুখ , শান্তি তিন-টি ছিল। এই দুঃখ ধামে আছে অপবিত্রতা, দুঃখ, অশান্তি। এই তিনটি বস্তু বুঝতে হবে। যখন ভারতে তিনটি বস্তু ছিল সুখধাম বলা হত। এখন তোমরা তন-মন-ধন সব কিছু বাবার কাছে সমর্পণ কর। তন-মন-ধন দ্বারা তোমরা ভারতের সেবা কর। দেহ দ্বারা সেবা করা হয় তাইনা। সোশ্যাল ওয়ার্কার দৈহিক সেবা করে। কেউ ধন দ্বারা সেবা করে। বাকি মন দ্বারা সেবা এই দুনিয়ায় কেউ জানেনা। মন্মনাভবের অর্থ বাবা এসে বোঝান। আমি পরম পিতা পরমাত্মা আমায় স্মরণ কর যাঁর কাছে তোমাদের সুখের বর্সা প্রাপ্ত হয়। মন্মনাভব অর্থাৎ সবার বুদ্ধি বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এমন দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই যে এইসব বলতে পারে। অন্যরা সবাই সেবা করে কিন্তু মন দ্বারা কেউ করতে পারেনা। মানুষ বলে মন শান্ত হবে কিভাবে ? এবারে মন ও বুদ্ধি হল আত্মার অর্গান এবং এই কর্মেন্দ্রিয় গুলি হল শরীরের অর্গান। বাবা বসে বোঝান যে স্ব-দর্শন চক্রকে স্মরণ করো। নিজের পিতা ও সুখধামকে স্মরণ করো , এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। এই হল মনের সেবা , যারা করবে তারা মায়াকে পরাজিত করবে। মায়ার মাথা কাটা যাবে। এমন নয় স্ব দর্শন চক্র দ্বারা কোনো মানুষের মাথা কাটা হয়। দেবতাদের এমন অলঙ্কার হয়না , যার দ্বারা পাপ কর্ম হবে।

মানুষ ভাবে কৃষ্ণ স্ব দর্শন চক্র দ্বারা গলা কেটেছেন। এতো পাপ কর্ম হয়ে গেল। দেবতারা এমন কর্ম করতে পারেনা। স্ব দর্শন চক্র কারো মাথা কাটবার জন্যে নয় । এই চক্র হল মায়াকে পরাজিত করবার অস্ত্র। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। মায়াকে পরাজিত করি। এই স্ব দর্শন চক্র দ্বারা-ই মায়ার যুদ্ধে তোমাদের বিজয় লাভ হয়। এই হল তোমাদের অস্ত্র। শঙ্খ হল ধ্বনিত করার জন্যে। জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তাইনা। শেখানো হয় স্ব দর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে। তাহলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। এখন আমরা শান্তিধাম যাই পরে সুখধামে আসি।

এইসব বাবা শিখিয়েছেন। স্ব দর্শন চক্রধারী বাবা ছাড়া কেউ করতে পারেননা। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরের বংশধর তারপরে হবে বিষ্ণুর বংশধর। স্ব দর্শন চক্র রূপী অলঙ্কার বিষ্ণুকেই দেওয়া হয়েছে। তোমরা হলে পুরুষার্থী। তোমরা জানো স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। এই স্ব দর্শন চক্র দ্বারা-ই তোমরা মায়াজিত হও। এইটি হল তোমাদের অস্ত্র। শঙ্খ হল বাজানোর জন্যে। নলেজ তো আছে তাইনা। চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্যে স্ব দর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে তা শেখানো হয়। এখন আমরা যাই শান্তিধাম তারপরে যাব সুখধাম। বাবা এইসব শিখিয়েছেন। বাবা ব্যতীত কেউ স্ব দর্শন চক্রধারী স্বরূপ প্রদান করতে পারেনা। তোমরা এখন ঈশ্বর বংশী হয়েছ পরে হবে বিষ্ণু বংশী। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে বিষ্ণু কুলে জন্ম হবে। কাউকে এইসব বোঝানো খুবই সহজ। শান্তিধামকে স্মরণ কর যেখানে বাবার নিবাস , যেখান থেকে সব আত্মারা পৃথিবীতে আসে। এখন তো হল নরক , এবারে যেতে হবে স্বর্গে। বাবাকে স্মরণ করলে সব বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকার দরুন ধারণা হয়না , কাউকে বোঝাতেও পারেনা।

তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। যারা পবিত্র থাকে তারা-ই হল বী. কে. । যারা পবিত্র থাকতে পারেনা তারা ব্রহ্মা মুখবংশী শিববাবার পৌত্র হওয়ার যোগ্য হয়না। ক্রোধ , লোভের কথা আলাদা। কিন্তু পবিত্র না থাকলে তাদের ব্রাহ্মণ বলাটাও ভুল। সে ব্রাহ্মণ কুলের নয় , যার মধ্যে বিকার আছে বা যারা বিকারগ্রস্ত হয়। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা তো পবিত্র থাকি কিন্তু কোনোরকম বিকারের বশে বশীভূত হলে ব্রাহ্মণ পরিচয়ের অধিকার থাকেনা। বিকারগ্রস্ত হওয়া মানেই পতিত হওয়া। এমন পতিত এখানে আসতে পারেনা। কিন্তু কারণে অকারণে আসার অনুমতি দিতে হয়। এখন দেখ গৃহ নির্মাণের কাজে যুক্ত যারা তারা নিশ্চয়ই সবাই পতিত। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এই কাজ তো করবেনা। তাই তাদের দিয়েই এই কাজ করাতে হয়। কেউ যদি সহযোগী হতে চায় তখন তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাস্তবে পতিত-রা থাকতে পারেনা। এইটি পবিত্র হওয়ার স্থান , পতিত তো আসবেই। ভারত পবিত্র ছিল, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পবিত্র ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণ দুইজনেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন । আমরা তাঁদের মহিমা গায়ন করি। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী। সঙ্গমে বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন। বিষয় বিকারে যে যায় তাকে পতিত বলা হয়। সন্ন্যাসী জন বিষ ত্যাগ করে বলে পতিত মানুষ তাঁদের চরণে মাথা নোয়ায়। বিকার শব্দটি খুব খারাপ। নির্বিকারী অর্থাৎ ভাইসলেস। বিকারীকে বলা হয় ভাইসেস। এই হল বৈশ্যালয়। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প সঙ্গমে এসে পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করি , যোগ্যতা প্রদান করি। পবিত্র দুনিয়ার মালিক করি। স্বর্গের মালিক কেবল স্বর্গের রচয়িতা -ই করতে পারেন তাইনা।

বাবাকে বোঝাতে হয় দেবতারা বিত্তবান ছিল ! এখন তো সবাই দীন হীন হয়েছে। এই হল দুঃখ দায়ী দুনিয়া। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। দুঃখের মুখ্য কারণ হল কাম কাটারী চালানো, যার দ্বারা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই দুঃখ ধামে কারো শান্তি প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন কিনা। এত সংখ্যায় সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন তবুও ভারত তমোপ্রধান হয়েছে কিনা। শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন তাই পতিত মানুষ তাঁদের সেবা করে। ভোজন প্রদান করে, মহল ইত্যাদি তৈরি করে দেয়। অর্থাৎ যারা পবিত্র থাকে তাদের নাম বিখ্যাত হয়। বাবাও এই বিকারের হাত থেকে মুক্ত করেন। আমরাই সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম -- সেসব বিস্মৃত হয়েছে। নির্বিকারী দেবী দেবতাদের বংশ ছিল। জিজ্ঞাসা করে সেখানে জন্ম হয় কিভাবে ? সে তো সেখানকার যা নিয়ম হবে সেভাবেই হবে। প্রথমে বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ

করে রাজ্য ভাগ্য তো প্রাপ্ত কর। এইসব কি আর জিজ্ঞাসা করার কথা -- সন্তান জন্ম হবে কিভাবে ? বংশ তো চলে। সন্ন্যাস হল রজোপ্রধান। দেবতাদের সন্ন্যাস হল সতোপ্রধান। সন্ন্যাসীজন বিকারের আধারে জন্ম গ্রহণ করে নির্বিকারী হওয়ার পুরুষার্থ ক'রেন। ঐ হল নির্বিকারী দুনিয়া , এই হল বিকারী দুনিয়া। বিকারী মানুষদের এই চিন্তা থাকে যে বিকার ব্যতীত এই দুনিয়া কিভাবে চলবে ! যেমন দৃষ্টি , তেমনই সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়।

বাবা সুযোগ্য করেন। বুদ্ধিতে লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে। ভগবান নিজের মতন ভগবতী ভগবান স্বরুপে পরিণত করেন। অর্থাৎ মাস্টার ভগবান হয়েছ , তারপরে দেবতা স্বরুপে পরিণত হবে। মাস্টার ভগবান স্বরুপে পিতার কাছে পরমধাম যেতে হবে। তিনি যেমন পবিত্র তোমরাও স্মরণ করতে করতে পবিত্র হবে। তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। সেখানে দুঃখের নাম গন্ধ নেই। মানুষ এমন হয়ে যায় যে পবিত্র হওয়ার জন্য গুরু দীক্ষা নেয়। আজকাল বিকারী পতিতদের গুরু রূপে স্বীকার করে। গৃহস্থ পতিত গুরু কিভাবে পবিত্র করবে ? কিছুই বোধ নেই। বাবাকে জানেই না। এই হল অনাথদের দুনিয়া। সত্যযুগ হল সনাথদের দুনিয়া কারণ দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন নাথ অর্থাৎ ভগবান। যখন ভগবানের আপন হবে তখন সনাথ হবে। এখন তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ একজন অর্জুনের জন্যে ছিলনা , সঞ্জয়-ও ছিল। সুতরাং এখন তোমাদের বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন শ্রেষ্ঠ হও। এই ড্রামা-টি বুঝতে হবে। ক্রিয়েটর , ডাইরেক্টর হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচনা করেন, তাঁদের ডাইরেকশন দেন তারপরে ব্রহ্মার মালা পরিবর্তিত হয় রুদ্র মালায় পরে গিয়ে বিষ্ণুর মালা তৈরি হবে। বাবা বলেন শুধু আমি পিতা , আমায় স্মরণ কর ও স্বর্গকে স্মরণ কর তাহলেই এমন লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হবে। এই হল সত্য উপার্জন। মানুষের কর্ম অনুসারে জন্ম হয়। এখন বাবা এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন , এখানে আছে শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ হওয়ার উপার্জন। বাকি সব কিছু তো মাটিতে মিশে যাবে। দেহ-অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। আমরা বাবার আপন হয়েছি , ফিরে যাই বাবার কাছে। এই কথা আত্মা বলে -- বাবা আমরা আপনার স্মরণে থেকে বিকর্ম থেকে মুক্ত হবই। তখন আপনি আমাদের স্বর্গে পাঠাবেন তাইনা ! নরকের বিনাশ ও স্বর্গের স্থাপনা তো হয় তাইনা। মহাভারী লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যার দ্বারা মুক্তি জীবন মুক্তির গেট খোলে। এখানে তো বসে বসে রোগগ্রস্ত হয়। সেখানে তো সর্বদা আরাম থাকে। এইটি দুঃখ ধাম কিনা তাই পুরুষার্থ করা হয় সুখধামের জন্যে। সেখানে মায়া নেই। দেহ-অভিমান নেই। বোঝে যে আমরা আত্মা , এই শরীর এখন জীর্ণ হয়েছে , অন্য দেহ ধারণ করতে হবে। সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা যে আমরা বাবার কাছে যাই। এই জ্ঞান তোমরা এই সময়েই প্রাপ্ত কর। আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে তারপরে বাবা স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম কর্তব্য করতে থাকো।

তোমরা যত আজ্ঞাকারী, সততা পরায়ণ হয়ে থাকবে তত উন্নতি হবে। শ্রীমৎ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সু-সন্তানদের কর্তব্য হল বাবার কাছে পুরো বর্সা প্রাপ্ত করা। এখন নেবে তবেই কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত করতেই থাকবে। এখন না নিলে কল্প-কল্পান্তর বর্সা প্রাপ্তি হবেনা। বাচ্চারা তোমাদের সামনে পুরো দুনিয়া হল কাঙাল। সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। তোমরা সত্যিকারের উপার্জন কর সত্যখণ্ডের জন্যে। বাবা বলেন তোমাদের আমার কাছে ঘরে ফিরতে হবে তাই ঐ ঘর অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ কর। ঘরের মালিক তোমাদের বলছেন যে তোমরা ঐ ঘরের মালিক ছিলে। এখন সেই ঘরকেই স্মরণ করো। ড্রামা পুরো হয়েছে , এই কথাতো কত সহজ। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আজ্ঞাকারী, সত্য পরায়ণ এবং সুসন্তান হয়ে বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে সত্য উপার্জন করতে হবে।

২) সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে সত্য ব্রাহ্মণ হতে হবে। পবিত্র হয়ে নিজেকে পবিত্র দুনিয়ার যোগ্যতা প্রদান করতে হবে।

বরদান :- " আমার বাবা " এই সঙ্কল্প দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্যের অনুভবকারী নিশ্চয় বুদ্ধি হও।

ব্যাখা: ড্রামানুযায়ী যারা পাকা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়, মনে মনে সঙ্কল্প করে নেয় যে বাবা আমার , আমি বাবার , এমন বাচ্চারা স্বতঃই সাহায্য প্রাপ্ত করে। শুধু সত্য হৃদয় দিয়ে বলো "আমার বাবা" তাহলেই প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্যের অনুভূতি হতে থাকবে। যে বাচ্চাদের এক বাবার সঙ্গে অটুট ভালোবাসা থাকে তাদের কোনো কিছুই আটকাতে পারেনা। বাবার ভালোবাসা সব কিছু থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। তারা উড়তে থাকে।

স্লোগান - সর্বদা বাবার লাইট মাইটের ছায়ায় থাকো তাহলে মায়া তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না ।